যায়যায়দিন

14 MAR 2009
কলাম

ছাত্রলীগ-শিবির রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রাবি রণক্ষেত্র : শিবির নেতা নিহত

কামরুজ্জামান শাহীন/আলী আজগর খোকন রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবিরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে শিবিরের সাধারণ সম্পাদক নিহত হয়েছেন। আহত হন পুলিশসহ ছাত্রশিবিরের কমপক্ষে ৪০

রাবি-রামেক-রাজশাহী কলেজ বন্ধ ঘোষণা

নেতাকর্মী। ছাত্রলীগের হামলায় নিহত ছাত্রশিবিরের নেতার নাম শরীফুজ্জামান নোমানী। আহত পুলিশ কনস্টেবলের নাম সাইফুল ইসলাম। দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গতকাল ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আহতদের মধ্যে ৫ জনকে রাজশাহী মেডিক্যাল পৃ ৪ ›› ক ২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-শিবিরের সংঘর্ষ চলাকালে অস্ত্র হাতে দুজন -কবীর তুহিন/বাংলার চোখ

ছাত্রলীগ-শিবির রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কলেজ হাসপাতাল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে বলে ছাত্রশিবির সূত্র জানায়। এ সংঘর্ষে ছাত্রলীগ এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের ১০ নেতাকর্মী আহত হন। নিহত শিবির নেতার বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায়। তিনি রাবির এমবিএ দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জরুরি মিটিং ডেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে। সেই সঙ্গে আবাসিক হল খালি করার নির্দেশ দিলে ছাত্ররা গতকাল বিকাল ৫ টার মধ্যে হল ছাড়েন। আর ছাত্রীদের আজ সকাল ১০টার মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ক্যাম্পাসে বর্তমানে পুলিশ, র‍্যাব মোতায়েন রয়েছে। এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জের ধরে ফের অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) ও রাজশাহী সরকারি কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সংঘর্ষের পর ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসে ও রাজশাহী মহানগরীতে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে। বিক্ষোভ সমাবেশে এ ঘটনার জন্য সরকার, পুলিশ প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দায়ী করা হয়।

ঘটনার সূত্রপাত

বুধবার রাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় রাজশাহী মহানগর জামায়াত নেতা এমাজ উদ্দীন, মাইনুল ইসলাম, রাবি শিবির সভাপতি দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, রাবি সাধারণ সম্পাদক (নিহত) শরীফুজ্জামান নোমানীসহ অন্তত ৩০০ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মতিহার থানায় একটি মামলা করেন রাবি ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন মুন। এ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার রাত ১২টার পর থেকে রাবির ৫টি আবাসিক হল ও আশপাশের বিভিন্ন মেসে অভিযান চালায় পুলিশ। ভোর সোয়া ৪টার দিকে অভিযান শেষ করে পুলিশ। রাতভর তল্লাশি চালিয়ে ১৩ বহিরাগতসহ ৬৮ শিবিরকর্মীকে আটক করে পুলিশ। পরে শিবিরের আরো ২০ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রাতের অভিযান শেষ হওয়ার পর শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে ছাত্রশিবির-ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে হল গেটে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয় ছাত্রলীগ। এতে অবরুদ্ধ হন শিবির নেতাকর্মীরা। পরে সোহরাওয়ার্দী হলের বাইরেই ছাত্রলীগ কর্মীরা এক শিবির ক্যাডারকে মারধর করেন। একই সঙ্গে ছাত্রলীগ সবগুলোর হলের গেটে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে শিবির নেতাকর্মীদের আটকে ফেলে। রাতভর অভিযানে শিবিরের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার এবং শেষমেশ অবরুদ্ধ করার পর পাশের এলাকার মেসে অবস্থান করা বিপুলসংখ্যক ক্যাডার নিয়ে শিবির শক্তি সঞ্চয় করে সকাল ৯টার দিকে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় বিনোদপুর বাজার এলাকায় যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের কিছু নেতাকর্মীর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মুখোমুখি হয় শিবির। পরক্ষণে শিবিরও পাল্টা ধাওয়া করে। এ সময় স্বেচ্ছাসেবক লীগের রবিউল ইসলাম গুরুতর আহত হন। র‍্যাব-পুলিশ এসে ওই এলাকায় শিবির ক্যাডারদের ধাওয়া করে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক ফাঁকা করে দেয়। দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেট থেকে বিনোদপুর গেট পর্যন্ত পুলিশের পাশাপাশি যুবলীগ, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের হাতে নিয়ন্ত্রণ থাকে। ক্যাম্পাসের এ পরিস্থিতিতে রাবি ভিসি লাউঞ্জে ভিসি প্রফেসর আবদুস সোবহান প্রশাসনের শীর্ষ কর্তকর্তা, পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সিনিয়র-জুনিয়ার শিক্ষকদের (বিভিন্ন মতাদর্শের) নিয়ে মিটিংয়ে বসেন। এর আগে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বলা হয়, হলে যেসব শিবির ক্যাডাররা রয়েছে তাদের কাছে অস্ত্র আছে। এ সময় অবরুদ্ধ শিবির ক্যাডারদের আটকের দাবি জানানো হয়।

মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই হলগুলোতে ফের অভিযানের লক্ষ্যে দুপুর সোয়া ১২টার দিকে পুলিশ ওই ৫টি হলের দিকে যায়। প্রথমেই যায় শেরেবাংলা) হলে। সেখানে ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে থাকা গেট খুলে পুলিশ ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় তাদের সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতা আরিফুজ্জামান রনি ও আওয়াল কবীর জয়ের নেতৃত্বে একটি গ্রুপও সশস্ত্র অবস্থায় ঢুকে পড়ে। ফের অভিযান চালাবে প্রশাসন, এ খবর পাওয়ার কিছুক্ষণ আগেই রাবি শাখা ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক (নিহত) শরীফুজ্জমান নোমানী ১০/১২ নেতাকর্মী নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সামনে দিয়ে শেরেবাংলা হলের দিকে আসতে থাকেন।

এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সামনে অবস্থান নেয়া ছাত্রলীগ কর্মীদের ধাওয়া করেন তারা। এতে ছাত্রলীগের অন্তত আট কর্মী আহত হন। অন্যরা দৌড়ে গিয়ে শহীদ মিনারের সামনে অবস্থান নেন। এ সুযোগে নোমানীর নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি শেরেবাংলা হলে প্রবেশ করে। নোমানীর নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি হলে প্রবেশ করার পরপরই প্রথমে পুলিশ, পরে ছাত্রলীগের গ্রুপটির তোপের মুখে পড়ে। তাদের অনেকেই দৌড়ে প্রাচীর টপকে পালাতে পারলেও শরীফুজ্জামান নোমানী, ছাত্রশিবির নেতা মাহবুব পালাতে পারেননি। পুলিশ ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সিনিয়র, জুনিয়র শিক্ষকদের সামনেই নোমানীকে চাপাতি, তলোয়ার, চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কোপায় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। এ সময় কেটে ফেলা হয় তার ডান হাতের কব্জির অর্ধেকটা। মাথা হয়ে যায় দু'খণ্ড। ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি। পুলিশ এ সময় টিয়ার সেল নিক্ষেপ করলেও কোনো লাভ হয়নি। ছাত্রলীগ অন্তত ৫ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এতে জিন্নাহ নামে এক শিবির কর্মীর পায়ে গুলি লাগে। একই সময় ওই হলে আটকে পড়া শিবির ক্যাডারদের ওপরও হামলা চালায় ছাত্রলীগ। ছাদ থেকে ফেলে দেয়া হয় এক শিবির কর্মীকে। পরে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করা হয় তাকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ছাত্রলীগের হামলার সময় জামায়াতপন্থী শিক্ষক প্রফেসর আবুল হাশেমসহ অন্য জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা, ছাত্র উপদেষ্টা, প্রক্টর, আরএমপির অতিরিক্ত কমিশনার, মতিহার জোনের এসিকে গালমন্দ করেন। এ সংঘর্ষ পার্শ্ববর্তী এলাকা মেহেরচণ্ডী ও বিনোদপুর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষে শিবিরের গোলাম কিবরিয়া, আ. রাজ্জাক, আবু রায়হান, এম এ জিন্নাহ, নুরুদ্দীন, ইমরান, নাজমুল হক, নাজমুল ইসলাম, রুহুল আমিনসহ অন্তত ৪০ নেতাকর্মী আহত হন।

দুপুর ১টার দিকে শিবিরের সাধারণ সম্পাদকের মারা যাওয়ার খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ শিবির কর্মীরা ফুসলে ওঠেন। এ সময় বিপুলসংখ্যক র‍্যাব ও দাঙ্গা পুলিশ পুরো ক্যাম্পাস দখল করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি বিশেষ নির্বাহী ক্ষমতা বলে জরুরি বৈঠক ডেকে ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে রাবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন মুন ও সাধারণ সম্পাদক আয়েন উদ্দিন বলেন, এ ঘটনার জন্য শিবিরই দায়ী।

ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবির বছরের পর বছর ধরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। তারা দোষী শিবির ক্যাডারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। শিবির নেতা নোমানীর মৃত্যুর বিষয়ে মুন বলেন, নোমানীর মৃত্যু হয়েছে পালানোর সময় প্রাচীর থেকে পড়ে গিয়ে। এ মৃত্যুর জন্য ছাত্রলীগের কেউই দায়ী নন।

এ ব্যাপারে রাবি শাখা শিবির সভাপতি মো. দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, পরিকল্পিতভাবে রাবি প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তায় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা আমাদের কর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা করেছে। তাদের খুন ও জখম করা হয়েছে। আমরা এ হত্যার দ্রুত সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।

রাবি প্রশাসনের বক্তব্য

বিকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ক্যাম্পাসের বিরাজমান পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠলে কর্তৃপক্ষ দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয়। উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে গত বৃহস্পতিবার থেকে ক্যাম্পাসে মিটিং, মিছিল ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। এরপরও গতকালের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় এক ছাত্রের মৃত্যু ও কয়েকজন ছাত্র আহত হলে জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আবাসিক হলের ছাত্রদের শুক্রবার বিকাল ৫টার মধ্যে এবং ছাত্রীদের শনিবার সকাল ১০টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখাসহ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক ও এলাকাবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে শিগগির বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে।

রাজশাহী মেয়রের বক্তব্য

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ মহানগরীর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন। এক বার্তায় মেয়র উল্লেখ করেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংঘর্ষ আমাকে মর্মাহত করেছে। আমি এ সংঘর্ষে নিহত ছাত্র নেতা শরীফুজ্জামান নোমানীর রুহের মাগফিরাত কামনা ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও আহত ছাত্রদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। বার্তায় মেয়র আরো উল্লেখ করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংঘর্ষ কারোরই কাম্য নয়।

তাই সবাইকে সহাবস্থানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।